ষোড়শ অধ্যায়

বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে ঋষিদের অভিশাপ

শ্লোক ১

ব্রহ্মোবাচ

ইতি তদ্ গৃণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্মিণাম্ ।
প্রতিনন্দ্য জগাদেদং বিকুণ্ঠনিলয়ো বিভুঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; ইতি—এইভাবে; তৎ—বাণী; গৃণতাম্—প্রশংসা করে; তেষাম্—তাঁদের; মুনীনাম্—সেই চারজন ঋষির; যোগ-ধর্মিণাম্—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় রত; প্রতিনন্দ্য—ধন্যবাদ দিয়ে; জগাদ—বলেছিলেন; ইদম্—এই বাণী; বিকুণ্ঠ-নিলয়ঃ—যাঁর ধাম কুণ্ঠারহিত; বিভুঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—ঋষিদের সুন্দর বাণীর প্রশংসা করে, বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

এতৌ তৌ পার্ষদৌ মহ্যং জয়ো বিজয় এব চ ।
কদর্থীকৃত্য মাং যদ্বো বহ্বক্রাতামতিক্রমম্ ॥ ২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; এতৌ—এই দুইজন; তৌ—তারা; পার্ষদৌ—পরিচারকেরা; মহ্যম্—আমার; জয়ঃ—জয় নামক; বিজয়ঃ—বিজয় নামক;

এব—নিশ্চয়ই; চ—এবং; কদর্থী-কৃত্য—অবজ্ঞা করে; মাম্—আমাকে; যৎ—যা; বঃ—আপনাদের বিরুদ্ধে; বহ্—অত্যন্ত; অক্রাতাম্—করেছে; অতিক্রমম্—অপরাধ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—জয় এবং বিজয় নামক আমার এই পার্ষদেরা আমাকে অবজ্ঞা করার ফলে আপনাদের প্রতি মহা অপরাধ করেছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করা একটি মস্ত বড় অন্যায়। এমনকি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও জীবের অপরাধ করার সম্ভাবনা থাকে, তবে পার্থক্যটি এই যে, ঘটনাক্রমে কেউ যদি বৈকুণ্ঠলোকে অপরাধ করেন, তখন ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। ভগবান এবং তাঁর সেবকের ব্যবহারে এইটি একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব, যা জয় এবং বিজয় সম্পর্কে বর্তমান ঘটনায় আমরা দেখতে পাই। এখানে ব্যবহৃত অতিক্রমম্ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভক্তের প্রতি অপরাধ করার ফলে স্বয়ং ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

দ্বারপালেরা ভুল করে ঋষিদের বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু, যেহেতু তাঁরা ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁদের বিনাশ উন্নত ভক্তেরা আশা করেননি। সেই ঘটনাস্থলে ভগবানের উপস্থিতি ভক্তের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল। ভগবান বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঋষিরা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে না পারার ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, এবং তাই তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করতে চেয়েছিলেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, ভক্তের যদি কোন রকম বিঘ্ন হয়, তাহলে তিনি স্বয়ং এমন ব্যবস্থা করেন যাতে ভক্ত তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দর্শন থেকে বঞ্চিত না হন। হরিদাস ঠাকুরের জীবনে তার একটি অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরীতে বাস করছিলেন, তখন মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও হরিদাস ঠাকুর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখনকার দিনে হিন্দু মন্দিরে, বিশেষ করে হিন্দু ছাড়া অন্য আর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। যদিও হরিদাস ঠাকুর তাঁর ব্যবহারে এবং আচরণে ছিলেন সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তবুও তিনি নিজেকে একজন মুসলমান জ্ঞানে মন্দিরে প্রবেশ করতেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর এই বিনম্র মনোভাব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং যেহেতু তিনি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য মন্দিরে যেতেন না, তাই শ্রীজগন্নাথ থেকে অভিন্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং প্রতিদিন হরিদাস ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তাঁর কাছে গিয়ে বসতেন। এখানে

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা ভগবানের সেই প্রকার আচরণ দেখতে পাই। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে তাঁর ভক্তদের বাধা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যে পাদপদ্ম দর্শনের জন্য তাঁরা আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন, ভগবান স্বয়ং সেই শ্রীপাদপদ্মযোগে তাঁদের দর্শন করতে এসেছিলেন। এখানে এই বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, তিনি লক্ষ্মীদেবীসহ সেখানে এসেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী সাধারণ মানুষের অগোচর, কিন্তু ভগবান এতই করুণাময় যে, ভক্তেরা এই প্রকার সম্মানের আকাঙ্ক্ষা না করলেও, তিনি লক্ষ্মীদেবীসহ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

যস্ত্বেতয়োর্ধৃতো দণ্ডো ভবদ্ভির্মামনুব্রতৈঃ ।
স এবানুমতোঽস্মাভির্মুনয়ো দেবহেলনাৎ ॥ ৩ ॥

যঃ—যা; **তু**—কিন্তু; **এতয়োঃ**—জয় এবং বিজয় উভয়ের সম্বন্ধে; **ধৃতঃ**—দেওয়া হয়েছে; **দণ্ডঃ**—সাজা; **ভবদ্ভিঃ**—আপনাদের দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **অনুব্রতৈঃ**—অনুরক্ত; **সঃ**—তা; **এব**—নিশ্চয়ই; **অনুমতঃ**—অনুমোদিত; **অস্মাভিঃ**—আমার দ্বারা; **মুনয়ঃ**—হে মহর্ষিগণ; **দেব**—আপনাদের বিরুদ্ধে; **হেলনাৎ**—অপরাধ করার ফলে।

অনুবাদ

হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমার প্রতি অনুরক্ত, তাই আপনারা যে তাদের দণ্ড দান করেছেন তা আমি অনুমোদন করলাম।

শ্লোক ৪

তদ্বঃ প্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্মা দৈবং পরং হি মে ।
তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে যৎস্বপুত্তিরসৎকৃতাঃ ॥ ৪ ॥

তৎ—অতএব; **বঃ**—আপনারা ঋষিগণ; **প্রসাদয়ামি**—আমি আপনাদের ক্ষমা ভিক্ষা করি; **অদ্য**—এখন; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণগণ; **দৈবম্**—সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তিগণ; **পরম্**—সর্বোচ্চ; **হি**—কারণ; **মে**—আমার; **তৎ**—সেই অপরাধ; **হি**—যেহেতু; **ইতি**—এইভাবে; **আত্ম-কৃতম্**—আমার দ্বারা করা হয়েছে; **মন্যে**—আমি মনে করি; **যৎ**—যা; **স্ব-পুত্তিঃ**—আমার নিজের পরিচারকদের দ্বারা; **অসৎ-কৃতাঃ**—অনাদৃত হয়ে।

অনুবাদ

আমার কাছে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক প্রিয়। আমার পরিচারকেরা যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে তা আমারই দ্বারা করা হয়েছে, কেননা সেই দ্বারপালেরা আমারই পরিচারক। আমি মনে করি যে, এই অপরাধ আমিই করেছি তাই এই ঘটনার জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বদাই ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের হিতাকাঙ্ক্ষী, এবং তাই বলা হয়, *গোব্রাহ্মণহিতায় চ* । পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু হচ্ছেন ব্রাহ্মণদের আরাধ্য বিগ্রহ। ঋক্ বেদের ঋগ্-মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা প্রকৃতই ব্রাহ্মণ তাঁরা সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম অবলোকন করেন—*ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ* । যাঁরা গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ, তাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের বিষ্ণুরূপেরই আরাধনা করেন, যার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণ, রাম এবং অন্য সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব। তথাকথিত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে কিন্তু যাদের কার্যকলাপ বৈষ্ণব বিরোধী, তাদের কখনও ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না, কেননা ব্রাহ্মণ মানেই হচ্ছে বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব মানেই হচ্ছে ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত হয়েছেন, তিনিও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ শব্দটির সংজ্ঞা হচ্ছে *ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ* । ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি যিনি ব্রহ্মকে জানেন, এবং বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন। ব্রহ্ম উপলব্ধি হচ্ছে ভগবৎ উপলব্ধির প্রারম্ভিক স্তর। যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, তিনি ভগবানের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও অবগত। তাই, যিনি বৈষ্ণব হয়েছেন তিনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই অধ্যায়ে ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণদের মহিমা বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর ভক্ত-ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে। তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা যাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণাবলী নেই, তাদের সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, ভুলবশত কখনও তা মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫

যন্নামানি চ গৃহ্ণাতি লোকো ভৃত্যে কৃতাগসি ।
সোঽসাধুবাদস্তৎকীর্তিং হন্তি ত্বচমিবাময়ঃ ॥ ৫ ॥

যৎ—যাঁর; নামানি—নামসমূহ; চ—এবং; গৃহ্ণাতি—গ্রহণ করে; লোকঃ—জনসাধারণ; ভৃত্যে—ভৃত্য যখন; কৃত-আগসি—কোন অপরাধ করে; সঃ—তা;

অসাধু-বাদঃ—অপবাদ; তৎ—সেই ব্যক্তির; কীর্তিম্—যশ; হন্তি—বিনাশ করে; ত্বচম্—ত্বক; ইব—মতো; আময়ঃ—কুষ্ঠরোগ।

অনুবাদ

ভৃত্য যদি কোন অপরাধ করে, তাহলে জনসাধারণ সেই জন্য প্রভুকে দোষ দেয়, ঠিক যেমন শরীরের কোন অঙ্গে শ্বেত কুষ্ঠ হলে, তার ফলে সমগ্র শরীর দূষিত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

তাই, বৈষ্ণবদের পূর্ণরূপে যোগ্য হওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন বলা হয়েছে, কেউ যখন বৈষ্ণব হন, তখন তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণাবলী বিকশিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ছাব্বিশটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। ভক্তের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত যে, তাঁর কৃষ্ণভক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীও বর্ধিত হয়। ভক্তকে নির্দোষ হওয়া উচিত, কেননা ভক্তকৃত অপরাধ ভগবানের শ্রীঅঙ্গের কলঙ্কস্বরূপ। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে অন্যের প্রতি তাঁর আচরণ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা, বিশেষ করে অন্য ভক্তদের সঙ্গে।

শ্লোক ৬

যস্যামৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ
সদ্যঃ পুনাতি জগদাশ্বপচাদ্বিকুণ্ঠঃ ।
সোঽহং ভবদ্ভ্য উপলব্ধসুতীর্থকীর্তি-
শ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্ ॥ ৬ ॥

যস্য—যাঁর; অমৃত—অমৃত; অমল—নির্মল; যশঃ—মহিমা; শ্রবণ—শোনা; অবগাহঃ—প্রবেশ করে; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; পুনাতি—পবিত্র করে; জগৎ—বিশ্ব; আশ্ব-পচাৎ—কুকুরভোজী চণ্ডাল পর্যন্ত; বিকুণ্ঠঃ—কুণ্ঠারহিত; সঃ—সেই ব্যক্তি; অহম্—আমি; ভবদ্ভ্যঃ—আপনার কাছ থেকে; উপলব্ধ—লাভ করেছি; সু-তীর্থ—সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ; কীর্তিঃ—যশ; ছিন্দ্যাম্—ছেদন করব; স্ব-বাহুম্—আমার নিজের হাত; অপি—ও; বঃ—আপনার প্রতি; প্রতিকূল-বৃত্তিম্—শত্রুবৎ আচরণ।

অনুবাদ

নিখিল বিশ্বে যে কোন ব্যক্তি, এমনকি কুকুরের মাংস রন্ধন করে ভোজন করে যে চণ্ডাল, সেও আমার নাম, রূপ ইত্যাদির মহিমা শ্রবণের দ্বারা অবগাহন করার

ফলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। আপনারা নিঃসন্দেহে আমাকে উপলব্ধি করেছেন; সুতরাং আমার নিজের বাহুও যদি আপনাদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করে, তাহলে তাকেও ছেদন করতে আমি ইতস্তত করব না।

তাৎপর্য

মানবসমাজের সদস্যেরা যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, তাহলেই কেবল মানবসমাজের প্রকৃত বিশুদ্ধিকরণ সম্ভব। সেই কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁর আচার ব্যবহারে তিনি যদি অত্যন্ত উন্নত নাও হন, তবুও তিনি পবিত্র হন। মানবসমাজের যে কোন শ্রেণী থেকে ভগবদ্ভক্তকে গ্রহণ করা যায়, যদিও স্বভাবিকভাবেই আশা করা যায় না যে, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষেরাই সুশীল হবে। এই শ্লোকে এবং ভগবদ্গীতার বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারোর যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নাও হয়, এমনকি কেউ যদি চণ্ডাল কুলেও জন্মগ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু তিনি যদি কেবল কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যান। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৩০-৩২ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি সদাচারী নাও হন, তবুও তিনি যদি কেবল কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে তাঁকে সাধু বলে মানতে হবে। মানুষ যখন এই জড় জগতে থাকে, তখন অন্যের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের দুইটি ভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধ হয়—একটি সম্বন্ধ শরীরের এবং অন্যটি আত্মার। পারমার্থিক স্তরে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও, কখনও কখনও দেখা যায় যে, মানুষ তাঁর দেহগত ব্যাপারে অথবা সামাজিক আচরণে দেহের সম্বন্ধ অনুসারে আচরণ করে। চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ভক্তকে যদি কখনও তাঁর স্বভাবগত কার্যে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়, তবুও তাঁকে চণ্ডাল বলে মনে করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বৈষ্ণবের মূল্যায়ন কখনই তাঁর দেহের ভিত্তিতে করা উচিত নয়। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যেন মন্দিরের শ্রীবিগ্রহকে কাঠ অথবা পাথরের তৈরি বলে মনে না করে, এবং বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি না করে। এই প্রকার মনোভাব বর্জন করতে বলা হয়েছে, কেননা কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হন। তিনি অন্তত পবিত্র হওয়ার পন্থায় যুক্ত হয়েছেন, এবং তিনি যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থায় যুক্ত থাকেন, তাহলে অচিরেই তিনি পূর্ণরূপে পবিত্র হবেন। অর্থাৎ কেউ যদি সর্বান্তঃকরণে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে গেছেন, এবং কৃষ্ণ তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা

করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এখানে ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর নিজের হাত কেটেও তিনি তাঁর ভক্তকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

শ্লোক ৭

যৎসেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং
সদ্যঃক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্ ।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ
প্রেক্ষালবার্থ ইতরে নিয়মান্ বহন্তি ॥ ৭ ॥

যৎ—যাঁর; সেবয়া—সেবার দ্বারা; চরণ—পদ; পদ্ম—কমল; পবিত্র—পবিত্র; রেণুম্—ধূলি; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; ক্ষত—নির্মূল করে; অখিল—সমস্ত; মলম্—পাপরাশি; প্রতিলব্ধ—অর্জিত; শীলম্—প্রবৃত্তি; ন—না; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; বিরক্তম্—আসক্তিশূন্য; অপি—যদিও; মাম্—আমাকে; বিজহাতি—পরিত্যাগ করে; যস্যাঃ—লক্ষ্মীদেবীর; প্রেক্ষা-লব-অর্থঃ—কৃপালেশ লাভের জন্য; ইতরে—ব্রহ্মার মতো অন্যেরা; নিয়মান্—পবিত্র ব্রত; বহন্তি—সম্পাদন করেন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যেহেতু আমি আমার ভক্তদের সেবক, তাই আমার চরণকমল এতই পবিত্র হয়ে গেছে যে, তারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ মোচন করে, এবং আমি এমন স্বভাব অর্জন করেছি যে, লক্ষ্মীদেবী আমাকে ছেড়ে যান না, যদিও তাঁর প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই, এবং অন্যেরা তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে এবং তাঁর কৃপালেশ লাভ করার জন্য পবিত্র ব্রত অনুষ্ঠান করে।

তাৎপর্য

ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের সম্পর্ক চিন্ময় সৌন্দর্যমণ্ডিত। ভক্ত যেমন মনে করেন যে, ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে, তিনি সমস্ত সদ্‌গুণাবলী অর্জন করেছেন, তেমনই ভাগবানও মনে করেন যে, তাঁর ভক্তের সেবক হওয়ার ফলে তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা বর্ধিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্ত যেমন সর্বদাই ভগবানের সেবা করার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন, তেমনই ভগবানও তাঁর ভক্তের সেবা করার জন্য সর্বদা আকুল থাকেন। এখানে ভগবান স্বীকার করেছেন যে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের রেণু লাভ করার ফলে অবশ্যই যে কেউই তৎক্ষণাৎ মহাত্মায় পরিণত হন, কিন্তু তাঁর সেই মাহাত্ম্যের কারণ হচ্ছে তাঁর ভক্তের প্রতি তাঁর স্নেহ। তাঁর ভক্তের

প্রতি তাঁর এই স্নেহের জন্য লক্ষ্মীদেবী তাঁকে ছেড়ে যান না, এবং কেবল একজনই নন, শত সহস্র লক্ষ্মীদেবী তাঁর সেবায় যুক্ত থাকেন। জড় জগতে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকণা লাভ করার জন্য মানুষেরা নানা রকম কঠোর তপস্যা এবং ব্রত অনুষ্ঠান করে। ভগবান তাঁর ভক্তের কোন প্রকার অসুবিধা সহ্য করতে পারেন না। তাই তাঁকে বলা হয় ভক্তবৎসল।

শ্লোক ৮

নাহং তথাগ্নি যজমানহবির্বিতানে
শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন ।
যদ্ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্মপাকৈঃ ॥ ৮ ॥

ন—না; অহম্—আমি; তথা—পক্ষান্তরে; অগ্নি—আমি খাই; যজমান—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর দ্বারা; হবিঃ—আহুতি; বিতানে—যজ্ঞাগ্নিতে; শ্চোতৎ—ঢালা; ঘৃত—ঘি; প্লুতম্—মিশ্রিত; অদন্—খাওয়া; হুত-ভুক্—যজ্ঞাগ্নি; মুখেন—মুখের দ্বারা; যৎ—যেমন; ব্রাহ্মণস্য—ব্রাহ্মণের; মুখতঃ—মুখ থেকে; চরতঃ—কার্য করে; অনুঘাসম্—গ্রাস; তুষ্টস্য—তৃপ্ত; ময়ি—আমাকে; অবহিতৈঃ—অর্পিত; নিজ—নিজের; কর্ম—কার্যকলাপ; পাকৈঃ—পরিণামের দ্বারা।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের কার্যকলাপের সমস্ত ফল আমাকে নিবেদন করেছেন এবং যাঁরা আমার প্রসাদ গ্রহণ করে সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁদের মুখে নিবেদিত ঘৃতপক্ক সুস্বাদু আহার্য আমি যতটা আনন্দ সহকারে উপভোগ করি, আমার একটি মুখ যে যজ্ঞাগ্নি, তাতে যজমানের দ্বারা অর্পিত হবিতেও আমি ততটা আস্বাদন করি না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবেরা কখনও ভগবানকে নিবেদন না করে কোন কিছু গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবেরা যেহেতু তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপের ফল ভগবানকে নিবেদন করেন, তাই ভগবানকে অনিবেদিত খাদ্যদ্রব্য তাঁরা কখনও গ্রহণ করেন না। ভগবানও তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমস্ত ভোজন বৈষ্ণবদের মুখে অর্পণ করে তার স্বাদ গ্রহণ করেন। এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবান যজ্ঞাগ্নি এবং ব্রাহ্মণের

মুখের মাধ্যমে আহার গ্রহণ করেন। তাই অন্ন, ঘৃত আদি বিবিধ পদার্থ ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য যজ্ঞাগ্নিতে অর্পণ করা হয়। ভগবান ব্রাহ্মণ ও ভক্তদের কাছ থেকে যজ্ঞের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, এবং অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ভোজনের জন্য যা কিছু নিবেদন করা হয়, ভগবান তাও গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের মুখ দিয়ে তিনি যখন আহার করেন, তখন তার স্বাদ আরও অধিকতর হয়। তার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে অদ্বৈত প্রভুর আচরণে দেখা যায়। হরিদাস ঠাকুর যদিও মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও পবিত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর, অদ্বৈত প্রভু প্রসাদের প্রথম ভাগ তাঁকে দিয়েছিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন যে, মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছে, এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একজন উন্নত ব্রাহ্মণকে নিবেদন না করে কেন তিনি একজন মুসলমানকে সেই প্রসাদের প্রথম থালা নিবেদন করছেন। তাঁর বিনয়ের বশে হরিদাস ঠাকুর নিজেকে একজন ঘৃণ্য মুসলমান বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু অভিজ্ঞ ভক্ত অদ্বৈত প্রভু তাঁকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেছিলেন। অদ্বৈত প্রভু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরকে প্রথম ভাগ নিবেদন করার ফলে, তিনি শত সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ করছেন। অর্থাৎ, একজন ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবকে ভোজন করানো শত সহস্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাই, এই যুগে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং বৈষ্ণবদের প্রসন্নতাবিধান, এই দুটি অনুষ্ঠানই কেবল পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৯

যেষাং বিভর্ম্যহমখণ্ডবিকুণ্ঠযোগ-
মায়াবিভূতিরমলাঙ্ঘ্রিরজঃ কিরীটৈঃ ।
বিপ্রাংস্তু কো ন বিষহেত যদর্হণাম্ভঃ
সদ্যঃ পুনাতি সহচন্দ্রললামলোকান্ ॥ ৯ ॥

যেষাম্—ব্রাহ্মণদের; বিভর্মি—আমি বহন করি; অহম্—আমি; অখণ্ড—অনবচ্ছিন্ন; বিকুণ্ঠ—অপ্রতিহত; যোগ-মায়া—অন্তরঙ্গা শক্তি; বিভূতিঃ—ঐশ্বর্য; অমল—পবিত্র; অঙ্ঘ্রি—চরণের; রজঃ—ধূলি; কিরীটৈঃ—আমার মুকুটে; বিপ্রান্—ব্রাহ্মণদের; তু—তখন; কঃ—কে; ন—না; বিষহেত—বহন করে; যৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; অর্হণ-

অম্ভঃ—পাদোদক; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; পুনাতি—পবিত্র করে; সহ—সহ; চন্দ্র-ললাম—ভগবান শিব; লোকান্—ত্রিলোকের।

অনুবাদ

আমি আমার অপ্রতিহতা অন্তরঙ্গা শক্তির ঈশ্বর, এবং আমার পাদোদক গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করে এবং শশিশেখর মহাদেব তাঁর মস্তকে তা ধারণ করে পবিত্র হন। যদি আমি বৈষ্ণবের চরণ-রজ আমার মস্তকে ধারণ করতে পারি, তাহলে এমন কে আছে যে তা অস্বীকার করবে?

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিৎ-জগতে সমস্ত ঐশ্বর্য অনবচ্ছিন্ন এবং অপ্রতিহতা, কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত ঐশ্বর্য অনিত্য। চিৎ-জগৎ এবং জড় জগৎ উভয় স্থানেই ভগবানের সমান আধিপত্য, কিন্তু চিৎ-জগৎকে বলা হয় ভগবানের সাম্রাজ্য, আর জড় জগৎকে বলা হয় মায়ার জগৎ। মায়া মানে হচ্ছে যা বাস্তব নয়। জড় জগতের ঐশ্বর্য হচ্ছে প্রতিফলন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, এই জড় জগৎ একটি বৃক্ষের মতো যার মূল রয়েছে উপরের দিকে এবং শাখাগুলি নীচের দিকে। অর্থাৎ জড় জগৎ হচ্ছে চিৎ-জগতের প্রতিফলন। প্রকৃত ঐশ্বর্য রয়েছে চিৎ-জগতে। চিৎ-জগতের অধিদেবতা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, আর জড় জগতে অনেক প্রভু রয়েছেন। সেইটি হচ্ছে অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে পার্থক্য। ভগবান বলেছেন যে, যদিও তিনি হচ্ছেন অন্তরঙ্গা শক্তির অধিদেবতা এবং যদিও সমগ্র জড় জগৎ তাঁর পাদোদকের প্রভাবেই কেবল পবিত্র হয়, তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের প্রতি তাঁর সর্বাধিক শ্রদ্ধা রয়েছে। স্বয়ং ভগবান যখন বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণদের এত শ্রদ্ধা প্রদান করেন, তাহলে অন্য কেউ তাঁদের এইভাবে শ্রদ্ধা করতে অস্বীকার করবে কি করে?

শ্লোক ১০

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্দুহতীর্মদীয়া
ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা ।
দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যহিমন্যবস্তান্
গৃধ্রা রুষা মম কুষন্ত্যধিদণ্ডনেতুঃ ॥ ১০ ॥

যে—যে ব্যক্তি; মে—আমার; তনূঃ—দেহ; দ্বিজ-বরান্—ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দুহতীঃ—গাভী; মদীয়াঃ—আমার সম্পর্কে; ভূতানি—জীবগণ; অলব্ধ-শরণানি—রক্ষকহীন; চ—এবং; ভেদ-বুদ্ধ্যা—ভিন্ন বলে মনে করে; দ্রক্ষ্যন্তি—দেখে; অঘ—পাপের দ্বারা; ক্ষত—বিনষ্ট হয়েছে; দৃশঃ—বিচার করার ক্ষমতা; হি—কারণ; অহি—সর্পের মতো; মন্যনঃ—ক্রুদ্ধ; তান্—সেই সমস্ত ব্যক্তিদের; গৃধ্রাঃ—শকুনিসদৃশ দূতেরা; ক্রুধা—ক্রুদ্ধ হয়ে; মম—আমার; কৃষন্তি—ছেদন করে; অধিদণ্ড-নেতুঃ—দণ্ডদাতা যমরাজের।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, গাভী এবং রক্ষকহীন প্রাণীরা আমার শরীর। পাপের ফলে যাদের বিচার-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, তারা এঁদেরকে আমার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। তারা ঠিক ক্রুদ্ধ সর্পের মতো, এবং পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজের শকুনিসদৃশ দূতেরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের চঞ্চুর দ্বারা তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতার বর্ণনা অনুসারে রক্ষকহীন প্রাণীরা হচ্ছে গাভী, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শিশু এবং বৃদ্ধ। এই পাঁচটির মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের কথা এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের হিত সাধন করার জন্য ভগবান সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন। তাঁর প্রতি প্রার্থনায়ও সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ভগবান বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কেউ যেন এই পাঁচটির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ না হয়, বিশেষ করে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি। কোন কোন শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্করণে দুহতীঃ শব্দটির পরিবর্তে দুহিতৃঃ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ একই। দুহতীঃ মানে হচ্ছে গাভী, এবং দুহিতৃঃ শব্দটিও গাভী অর্থে ব্যবহার করা যায়, কেননা গাভীকে সূর্যদেবের কন্যা বলে মনে করা হয়। ঠিক যেমন পিতামাতা শিশু-সন্তানদের দেখাশুনা করেন, তেমনই পিতা, পতি অথবা প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের দ্বারা রমণীসমাজ রক্ষিত হওয়া উচিত। যারা অসহায়, তাদের দেখাশুনা তাদের অভিভাবকদের করা উচিত, তা না হলে পাপীদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করার জন্য ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত যমরাজের দ্বারা সেই সমস্ত অভিভাবকেরা দণ্ডিত হবেন। যমরাজের সহকারী বা দূতদের এখানে শকুনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং যারা তাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করে না, তাদের সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শকুনি সর্পের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করে, তেমনই যমদূতেরা দায়িত্বহীন অভিভাবকদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে।

শ্লোক ১১

যে ব্রাহ্মণান্ময়ি ধিয়া ক্ষিপতোঽর্চয়ন্ত-
স্তুষ্যদ্ধৃদঃ স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ ।
বাণ্যানুরাগকলয়াত্মজবদ্ গৃণন্তঃ
সম্বোধয়ন্ত্যহমিবাহমুপাহৃতস্তৈঃ ॥ ১১ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তিরা; ব্রাহ্মণান্—ব্রাহ্মণগণ; ময়ি—আমাতে; ধিয়া—বুদ্ধিমত্তা সহকারে; ক্ষিপতঃ—কর্কশ বাণী উচ্চারণ করে; অর্চয়ন্তঃ—শ্রদ্ধা সহকারে; তুষ্যৎ—প্রসন্ন হয়ে; হৃদঃ—হৃদয়; স্মিত—ঈষৎ হাস্য; সুধা—অমৃত; উক্ষিত—ভিজা; পদ্ম—পদ্মসদৃশ; বক্ত্রাঃ—মুখমণ্ডল; বাণ্যা—বাণীর দ্বারা; অনুরাগ-কলয়া—প্রেম সহকারে; আত্মজ-বৎ—নিজের পুত্রের মতো; গৃণন্তঃ—প্রশংসা করে; সম্বোধয়ন্তি—শান্ত করেন; অহম্—আমি; ইব—যেমন; অহম্—আমি; উপাহৃতঃ—নিয়ন্ত্রিত হয়ে; তৈঃ—তাদের দ্বারা।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণেরা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করলেও যাঁরা অন্তরে আনন্দিত এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ থাকেন, এবং যাঁদের মুখমণ্ডল অমৃতের মতো স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল, তাঁরা আমার হৃদয় বশীভূত করেছেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের আমার স্বরূপ বলে মনে করেন, এবং প্রেমপূর্ণ বাক্যের দ্বারা তাঁদের প্রশংসা করে শান্ত করেন, ঠিক যেভাবে পুত্র তাঁর ক্রুদ্ধ পিতাকে শান্ত করে অথবা যেভাবে আমি তোমাদের শান্ত করছি।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে অনেক প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে, যখন ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব ক্রুদ্ধ হয়ে কাউকে অভিশাপ দিয়েছেন, তখন সেই অভিশপ্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবের প্রতি সেইভাবে আচরণ করেননি। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন কুবেরের পুত্রেরা নারদ মুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তখন তারা সেই রকম কঠোরভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেননি, পক্ষান্তরে, তাঁর কাছে বিনত হয়েছিলেন। এখানেও জয় এবং বিজয় যখন চতুঃকুমারদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হননি; পক্ষান্তরে, তাঁরা তাঁদের কাছে বিনত হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের প্রতি এইভাবে আচরণ করা উচিত। কখনও কখনও কেউ হয়তো ব্রাহ্মণ থেকে জাত কোন দুঃখদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু একই রকমের মনোভাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করার পরিবর্তে, হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল এবং নম্র আচরণের দ্বারা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করা উচিত। ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের এই পৃথিবীতে নারায়ণের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা উচিত। সম্প্রতি কিছু মূর্খ ব্যক্তি দরিদ্র-নারায়ণ বলে একটি শব্দ তৈরি করেছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, দরিদ্র মানুষদের নারায়ণের প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও আমরা দেখতে পাই না যে, দরিদ্র মানুষদের নারায়ণের প্রতিনিধি বলে মনে করতে হবে। অবশ্য, 'যারা রক্ষকহীন' তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই শব্দটির সংজ্ঞা শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে রয়েছে। দরিদ্র মানুষদের রক্ষকহীন হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নারায়ণের প্রতিনিধিরূপে সম্মান করতে হবে এবং নারায়ণের মতো তাঁকে পূজা করতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের শান্ত করার জন্য তার মুখমণ্ডল কমলসদৃশ প্রফুল্ল হওয়া উচিত। কারোর হৃদয় যখন প্রেম এবং স্নেহের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, তখন তাঁর মুখমণ্ডল পদ্মফুলের মতো সুন্দর হয়ে উঠে। এই সম্পর্কে পিতার পুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখে মিষ্টবাক্যের দ্বারা পিতাকে শান্ত করার প্রচেষ্টার দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে।

শ্লোক ১২

তন্মে স্বভর্তুরবসায়মলক্ষমাণৌ
যুষ্মদ্ব্যতিক্রমগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ ।
ভূয়ো মমান্তিকমিতাং তদনুগ্রহো মে
যৎকল্পতামচিরতো ভৃতয়োর্বিবাসঃ ॥ ১২ ॥

তৎ—অতএব; মে—আমার; স্ব-ভর্তুঃ—তাদের প্রভুর; অবসায়ম্—অভিপ্রায়; অলক্ষমাণৌ—না জেনে; যুষ্মৎ—আপনাদের বিরুদ্ধে; ব্যতিক্রম—অপরাধ; গতিম্—পরিণাম; প্রতিপদ্য—ফলভোগ করে; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; ভূয়ঃ—পুনরায়; মম অন্তিকম্—আমার নিকটে; ইতাম্—লাভ করা; তৎ—তা; অনুগ্রহঃ—কৃপা; মে—আমাকে; যৎ—যা; কল্পতাম্—আয়োজিত; অচিরতঃ—শীঘ্র; ভৃতয়োঃ—এই দুই সেবকদের; বিবাসঃ—নির্বাসন।

অনুবাদ

আমার এই সেবকেরা তাঁদের প্রভুর অভিপ্রায় না জেনে, আপনাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তাই যদি আপনারা এই আদেশ দেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের অপরাধের ফল ভোগ করে শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসে, এবং আমার ধাম থেকে তাঁদের নির্বাসনের কাল অচিরে অতিবাহিত হয়, তাহলে তা আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহ বলে আমি মনে করব।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ভগবান তাঁর ভৃত্যকে বৈকুণ্ঠে ফিরে পাওয়ার জন্য কত উৎকণ্ঠিত থাকেন। এই ঘটনাটি তাই প্রমাণ করে যে, যাঁরা একবার বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন তাঁদের আর অধঃপতন হতে পারে না। জয় এবং বিজয়ের প্রসঙ্গটি অধঃপতন নয়; তা একটি দুর্ঘটনা। ভগবান যত শীঘ্রই সম্ভব তাঁর ভক্তদের বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে পাওয়ার জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন। এখানে বুঝতে হবে যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে কখনও কোন রকম ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যখন এক ভক্তের সঙ্গে আর এক ভক্তের প্রতিকূলতা বা বিরোধ হয়, তখন তাঁকে তার ফল ভোগ করতে হয়, যদিও সেই দণ্ডভোগের কাল ক্ষণস্থায়ী। ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তিনি নিজেই তাঁর দ্বাররক্ষকদের সমস্ত অপরাধের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, এবং ঋষিদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, যত শীঘ্রই সম্ভব বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে আসার জন্য তাঁরা যেন তাঁদের সুযোগ দেন।

শ্লোক ১৩

ব্রহ্মোবাচ

অথ তস্যোশতীং দেবীমৃষিকুল্যাং সরস্বতীম্ ।
নাস্বাদ্য মন্যুদষ্টানাং তেষামাত্মাপ্যতৃপ্যত ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মা—শ্রীব্রহ্মা; উবাচ—বললেন; অথ—এখন; তস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; উশতীম্—মনোহর; দেবীম্—উজ্জ্বল; ঋষি-কুল্যাম্—বৈদিক মন্ত্রের প্রবাহের মতো; সরস্বতীম্—বাণী; ন—না; আস্বাদ্য—শ্রবণ করে; মন্যু—ক্রোধ; দষ্টানাম্—দংশিত; তেষাম্—সেই ঋষিদের; আত্মা—মন; অপি—যদিও; অতৃপ্যত—তৃপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—ঋষিগণ যদিও ক্রোধরূপ সর্পের দ্বারা দংশিত হয়েছিলেন, তবুও বৈদিক মন্ত্রের প্রবাহের মতো ভগবানের মধুরোজ্জ্বল বাক্য শ্রবণ করে তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেননি।

শ্লোক ১৪

সতীং ব্যাদায় শৃণ্বন্তো লঘ্বীং গুর্বর্থগহ্বরাম্ ।
বিগাহ্যাগাধগম্ভীরাং ন বিদুস্তচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪ ॥

সতীম্—অপূর্ব; ব্যাদায়—মনোযোগ সহকারে কর্ণেন্দ্রিয় প্রসারিত করে; শৃণ্বন্তঃ—শ্রবণ করে; লঘ্বীম্—সম্যকরূপে বিরচিত; গুরু—মহত্ত্বপূর্ণ; অর্থ—অর্থ; গহ্বরাম্—দুর্ভেদ্য; বিগাহ্য—বিচার করে; অগাধ—গভীর; গম্ভীরাম্—গম্ভীর; ন—না; বিদুঃ—জানা; তৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; চিকীর্ষিতম্—অভিপ্রায়।

অনুবাদ

ঋষিগণ কর্ণ প্রসারণ করে মনোনিবেশ সহকারে ভগবানের অপূর্ব বাণী শ্রবণ করা সত্ত্বেও, মহত্ত্বপূর্ণ অভিপ্রায় এবং গভীর বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সেই বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের কাছে কঠিন হয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পারেননি ভগবান কি করতে চেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এইটি বোঝা উচিত যে, কথা বলার ক্ষেত্রে কেউই ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা তিনি পরম স্তরে অধিষ্ঠিত। ঋষিরা কান খুলে ভগবানের শ্রীমুখের বাণী হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং যদিও ভগবানের বাণী ছিল সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ, তবুও তিনি কি বলছিলেন ঋষিগণ তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এমনকি ভগবানের বাণীর উদ্দেশ্য এবং তিনি কি করতে চেয়েছিলেন, তাও তাঁরা বুঝতে পারেননি। তাছাড়া ভগবান তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন নাকি প্রসন্ন হয়েছিলেন, তাও তাঁরা বুঝতে পারেননি।

শ্লোক ১৫

তে যোগমায়য়ারব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্ ।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ ক্ষুভিতত্বচঃ ॥ ১৫ ॥

তে—তাঁরা; যোগ-মায়য়া—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে; আরব্ধ—উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল; পারমেষ্ঠ্য—পরমেশ্বর ভগবানের; মহা-উদয়ম্—বহুবিধ কীর্তিমালা; প্রোচুঃ—বলেছিলেন; প্রাঞ্জলয়ঃ—কৃতাঞ্জলিপুটে; বিপ্রাঃ—চারজন ব্রাহ্মণ ; প্রহৃষ্টাঃ—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; ক্ষুভিত-ত্বচঃ—রোমাঞ্চিত হয়ে।

অনুবাদ

তবুও ভগবানের দর্শন লাভ করে চারজন ব্রহ্মর্ষি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং তাঁদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা তাঁর কীর্তিমালা তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষিগণ প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানের সম্মুখে তাঁদের মনের কথা বলতে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন, এবং আনন্দের আতিশয্যে তাঁদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যকে বলা হয় পারমেষ্ঠ্য, বা ব্রহ্মার বৈভব। কিন্তু জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে বাস করেন যে ব্রহ্মা, তাঁর ঐশ্বর্যও পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কেননা চিৎ-জগতের অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য যোগমায়ার সৃষ্ট, আর জড় জগতের ঐশ্বর্য মহামায়ার সৃষ্ট।

শ্লোক ১৬

ঋষয় ঊচুঃ

ন বয়ং ভগবন্ বিদ্মস্তব দেব চিকীর্ষিতম্ ।
কৃতো মেঽনুগ্রহশ্চেতি যদধ্যক্ষঃ প্রভাষসে ॥ ১৬ ॥

ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; ঊচুঃ—বললেন; ন—না; বয়ম্—আমরা; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; বিদ্মঃ—জানি; তব—আপনার; দেব—হে ভগবান; চিকীর্ষিতম্—অভিপ্রায়; কৃতঃ—করা হয়েছে; মে—আমাকে; অনুগ্রহঃ—কৃপা; চ—এবং; ইতি—এইভাবে; যৎ—যা; অধ্যক্ষঃ—সর্বোচ্চ শাসক; প্রভাষসে—আপনি বলেন।

অনুবাদ

ঋষিগণ বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান। আপনার অভিপ্রায় বুঝতে আমরা অক্ষম, কেননা যদিও আপনি সকলের পরম অধীশ্বর, তবুও আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই কথাগুলি বলছেন যেন আমরা আপনার কোন উপকার করেছি।

তাৎপর্য

ঋষিগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে সেই পরমেশ্বর ভগবান এমনভাবে কথা বলছিলেন, যেন তিনি কোন অনুচিত কার্য করেছেন; তাই তাঁদের পক্ষে ভগবানের বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের প্রতি তাঁর কৃপাপূর্ণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্যই ভগবান এই প্রকার বিনম্রভাবে কথা বলছেন।

শ্লোক ১৭

ব্রহ্মণ্যস্য পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো ।
বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মণ্যস্য—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পরম পরিচালকের; পরম্—সর্বোচ্চ; দৈবম্—স্থিতি; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগণ; কিল—অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; তে—আপনার; প্রভো—হে প্রভু; বিপ্রাণাম্—ব্রাহ্মণদের; দেব-দেবানাম্—দেবতাদের পূজ্য; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; আত্ম—আত্মা; দৈবতম্—আরাধ্য বিগ্রহ।

অনুবাদ

হে প্রভু। আপনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পরম পরিচালক। নিজে আচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ পদ দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি কেবল দেবতাদেরই পরম পূজ্য নন, আপনি ব্রাহ্মণদেরও পরম উপাস্য।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। নিঃসন্দেহে বহু দেব-দেবী রয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ব্রহ্মা ও শিব। শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিবেরও প্রভু, সুতরাং এই জড় জগতের ব্রাহ্মণদের আর কি কথা। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মণ্য

সংস্কৃতি, বা মন ও ইন্দ্রিয় সংযম, শুচিতা, সহনশীলতা, শাস্ত্র-নিষ্ঠা এবং ব্যবহারিক তথা তাত্ত্বিক জ্ঞান অনুশীলনের যে সংস্কৃতি, তার প্রতি পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। ভগবান সকলের পরমাত্মা। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস, অতএব ব্রহ্মা এবং শিবেরও উৎস তিনিই।

শ্লোক ১৮

ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব ।
ধর্মস্য পরমো গুহ্যো নির্বিকারো ভবান্মতঃ ॥ ১৮ ॥

ত্বত্তঃ— আপনার থেকে; **সনাতনঃ**— শাশ্বত; **ধর্মঃ**— বৃত্তি; **রক্ষ্যতে**— রক্ষিত হয়; **তনুভিঃ**— বহু প্রকার অভিব্যক্তির দ্বারা; **তব**—আপনার; **ধর্মস্য**— ধর্মতত্ত্বের; **পরমঃ**—পরম; **গুহ্যঃ**— গোপন উদ্দেশ্য; **নির্বিকারঃ**—অপরিবর্তনীয়; **ভবান্**— আপনি; **মতঃ**— আমাদের মতে।

অনুবাদ

আপনি সমস্ত জীবের শাশ্বত ধর্মের উৎস, এবং আপনার ভগবৎ স্বরূপে বহু রূপে প্রকাশিত হয়ে আপনি সর্বদা ধর্মকে রক্ষা করেছেন। আপনি ধর্মতত্ত্বের পরম উদ্দেশ্য, এবং আমাদের মতে আপনি নিত্য, অব্যয় ও নির্বিকার।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধর্মস্য পরমো গুহ্যঃ* কথাটি সমস্ত ধর্মতত্ত্বের সবচাইতে গোপনীয় উদ্দেশ্যটি ইঙ্গিত করে। ভগবদ্গীতায় তা প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ হচ্ছে —"সব রকম ধর্ম আচরণ পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনে এইটি হচ্ছে সবচাইতে গোপনীয় জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তার স্বধর্ম আচরণ করা সত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তি লাভ না করে, তাহলে তার তথাকথিত ধর্মতত্ত্বের অনুশীলন কেবল অর্থহীন পরিশ্রম এবং সময়ের অপচয় মাত্র। এখানেও ঋষিরা সেই উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন যে, দেব-দেবীরা নন, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত ধর্মতত্ত্বের পরম লক্ষ্য। বহু মূর্খ প্রচারক আছে যারা বলে যে, দেব-দেবীদের পূজা করাও চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি মার্গ, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতার প্রামাণিক বর্ণনায় তা স্বীকার করা হয়নি। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, যারা বিশেষ দেবতার উপাসক, তারা সেই দেবতার

লোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন। কিছু প্রচারক বলে যে, মানুষ যেভাবেই আচরণ করুক না কেন, চরমে সে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হবে, কিন্তু এই উক্তিটি বৈধ নয়। ভগবান নিত্য, ভগবানের ভক্ত নিত্য, এবং ভগবানের ধামও নিত্য। এখানে তাঁদের নিত্য বা সনাতন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভগবদ্ভক্তি বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার ফল, দেব-দেবীর পূজার ফলে লব্ধ স্বর্গের মতো অনিত্য নয়। ঋষিরা জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, যদিও ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে বলেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের পূজা করেন, প্রকৃতপক্ষে ভগবান কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদেরই নন, অধিকন্তু সমস্ত দেবদেবীদেরও পূজ্য।

শ্লোক ১৯

তরন্তি হ্যঞ্জসা মৃত্যুং নিবৃত্তা যদনুগ্রহাৎ ।
যোগিনঃ স ভবান্ কিংস্বিদনুগৃহ্যেত যৎপরৈঃ ॥ ১৯ ॥

তরন্তি—উত্তীর্ণ হন; হি—যেহেতু; অঞ্জসা—সহজে; মৃত্যুম্—জন্ম এবং মৃত্যু; নিবৃত্তাঃ—সমস্ত জড় বাসনার নিবৃত্তি; যৎ—আপনার; অনুগ্রহাৎ—কৃপার দ্বারা; যোগিনঃ—যোগিগণ; সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; ভবান্—আপনি; কিম্ স্বিৎ—কখনই সম্ভব নয়; অনুগৃহ্যেত—অনুগ্রহ লাভ করতে পারে; যৎ—যা; পরৈঃ—অন্যদের দ্বারা;

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, যোগী এবং পরমার্থবাদীগণ সমস্ত জড় কামনা-বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভব-সাগর পার হন। তাই, পরমেশ্বর ভগবানকে অনুগ্রহ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত-সমন্বিত অজ্ঞানতার সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগী অথবা জ্ঞানীরা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় অজ্ঞান অন্ধকার অতিক্রম করেন। ছয় প্রকার যোগী রয়েছে, যেমন —কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী এবং ভক্তিযোগী। কর্মীরা সাধারণত দেবতাদের কৃপা অন্বেষণ করে, জ্ঞানীরা পরমতত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়,

এবং যোগীরা কেবল পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক দর্শন করে সন্তুষ্ট হন, এবং চরমে তারা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁর সেবা করতে চান। পূর্বে স্বীকার করা হয়েছে যে, ভগবান নিত্য, এবং যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করতে চান, তাঁরাও নিত্য। তাই এখানে যোগী বলতে ভক্তদের বোঝানো হয়েছে। ভগবানের কৃপায় ভক্তেরা অনায়াসে জন্ম-মৃত্যুর অন্ধকারময় ভব-সাগর অতিক্রম করে ভগবানের নিত্য ধাম প্রাপ্ত হন। ভগবানের তাই অন্য কারোর অনুগ্রহের প্রয়োজন হয় না, কেননা কেউই তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। প্রকৃতপক্ষে, মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত হওয়ার জন্য সকলেরই ভগবানের কৃপার প্রয়োজন।

শ্লোক ২০

যং বৈ বিভূতিরুপযাত্যনুবেলমন্যৈ-
রর্থার্থিভিঃ স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ ।
ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রিতুলসীনবদামধাম্নো
লোকং মধুব্রতপতেরিব কাময়ানা ॥ ২০ ॥

যম্— যাকে; **বৈ**— নিশ্চয়ই; **বিভূতিঃ**— লক্ষ্মীদেবী; **উপযাতি**— সেবা করেন; **অনুবেলম্**— সময় সময়; **অন্যৈঃ**— অন্যদের দ্বারা; **অর্থ**— লৌকিক সুবিধা; **অর্থিভিঃ**— সকাম ব্যক্তিদের দ্বারা; **স্ব-শিরসা**— নিজেদের মাথার উপর; **ধৃত**— ধারণ করে; **পাদ**— চরণের; **রেণুঃ**—ধূলি; **ধন্য**— ভক্তদের দ্বারা; **অর্পিত**— নিবেদিত; **অঙ্ঘ্রি**— আপনার চরণে; **তুলসী**— তুলসীপত্রের; **নব**— নবীন; **দাম**— মালায়; **ধাম্নঃ**— স্থান প্রাপ্ত হয়ে; **লোকম্**— স্থান; **মধু-ব্রত-পতেঃ**— ভ্রমরদের রাজা; **ইব**— মতো; **কাম-য়ানা**— লাভ করতে উৎকণ্ঠিত।

অনুবাদ

যে লক্ষ্মীদেবীর পদধূলি অন্য সকলে তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার দাসীর মতো আপনার আদেশের অপেক্ষা করেন, কেননা কোন ভাগ্যবান ভক্ত কর্তৃক আপনার চরণে নিবেদিত তুলসীদলের নবীন মালিকায় সজ্জিত হয়ে যে ভ্রমরদের রাজা, তার নিবাস স্থলে (আপনার শ্রীপাদপদ্মে) তাঁর স্থান সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হওয়ার ফলে তুলসী সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলী লাভ করেছে। এখানে যে তুলনাটি করা হয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর। ভ্রমরদের রাজা যেমন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীদলের উপর বিচরণ করেন, তেমনই যাঁর কৃপা-দৃষ্টি লাভ করার জন্য দেবতা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং অন্য সকলেই কামনা করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও নিরন্তর ভগবানের চরণারবিন্দের সেবায় নিরত থাকেন। অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবানের কল্যাণকারী হতে পারে না; পক্ষান্তরে, সকলেই হচ্ছে ভগবানের দাসের অনুদাস।

শ্লোক ২১

যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুবর্তমানাং
নাত্যাদ্রিয়ৎপরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ ।
স ত্বং দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃ পুনীতঃ
শ্রীবৎসলক্ষ্ম কিমগা ভগভাজনস্ত্বম্ ॥ ২১ ॥

যঃ—যিনি; তাম্—লক্ষ্মীদেবী; বিবিক্ত—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; চরিতৈঃ—ভক্তিযুক্ত সেবা; অনুবর্তমানাম্—সেবা করে; ন—না; অত্যাদ্রিয়ৎ—আসক্ত; পরম—সর্বোচ্চ; ভাগবত—ভক্তগণ; প্রসঙ্গঃ—সংযুক্ত; সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; ত্বম্—আপনি; দ্বিজ—ব্রাহ্মণদের; অনুপথ—মার্গে ; পুণ্য—পবিত্রীকৃত ; রজঃ—ধূলি; পুনীতঃ—বিশুদ্ধিকৃত; শ্রীবৎস—শ্রীবৎসের; লক্ষ্ম—চিহ্ন; কিম্—কি; অগাঃ—আপনি লাভ করেছেন; ভগ—সমস্ত ঐশ্বর্য অথবা সমস্ত সদ্‌গুণ; ভাজনঃ—উৎস; ত্বম্—আপনি।

অনুবাদ

হে প্রভু। আপনার শুদ্ধ ভক্তদের কার্যকলাপের প্রতি আপনি অত্যন্ত অনুরক্ত, তবুও যিনি সর্বদা আপনার অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আপনি আসক্ত নন। অতএব ব্রাহ্মণেরা যে পথে বিচরণ করেছেন, সেই পথের ধূলির দ্বারা আপনি কিভাবে পবিত্র হতে পারেন, এবং আপনার বক্ষের উপর যে শ্রীবৎস-চিহ্ন, তার দ্বারা আপনি কিভাবে মহিমান্বিত হতে পারেন?

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান সর্বদা শত সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত হন, তবুও সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রতি বৈরাগ্যের ফলে, তাঁদের কারোর প্রতিও তিনি আসক্ত নন। ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য হচ্ছে—অন্তহীন সম্পদ, অন্তহীন যশ, অন্তহীন বীর্য, অন্তহীন সৌন্দর্য, অন্তহীন জ্ঞান এবং অন্তহীন বৈরাগ্য। সমস্ত দেবতারা এবং অন্য জীবেরা কেবল লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভের জন্য তাঁর পূজা করেন, কিন্তু ভগবান কখনও তাঁর প্রতি আসক্ত নন, কেননা তাঁর অপ্রাকৃত সেবার জন্য তিনি এই প্রকার অসংখ্য লক্ষ্মীদেবী সৃষ্টি করতে পারেন। কখনও কখনও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীপত্রের প্রতি লক্ষ্মীদেবী ঈর্ষাপরায়ণ হন, কেননা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তুলসী সর্বদা স্থির থাকেন, কিন্তু ভগবানের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীজী অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, কখনও কখনও তাঁর কৃপাপ্রার্থী অন্য ভক্তদের অনুগ্রহ করতে হয়। কখনও কখনও লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর অসংখ্য ভক্তদের সন্তুষ্ট করতে যেতে হয়, কিন্তু তুলসীপত্র কখনও তাঁর স্থান ত্যাগ করেন না, এবং তাই ভগবান লক্ষ্মীদেবীর সেবা থেকে তুলসীর সেবা অধিক পছন্দ করেন। ভগবান যখন বলেন যে, ব্রাহ্মণদের অহৈতুকী কৃপার ফলে লক্ষ্মীদেবী তাঁকে ছেড়ে যান না, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবানের ঐশ্বর্য দ্বারা লক্ষ্মীদেবী আকৃষ্ট হন, তাঁর প্রতি ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের জন্য নয়। তাঁর ঐশ্বর্যের জন্য ভগবান কারোর উপর নির্ভরশীল নন; তিনি সর্বদাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের আশীর্বাদের ফলে তাঁর ঐশ্বর্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে ভগবানের যে উক্তি, তা কেবল ব্রাহ্মণ এবং ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রতি অন্যদের শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

শ্লোক ২২

ধর্মস্য তে ভগবতস্ত্রিযুগ ত্রিভিঃ স্বৈঃ
পদ্ভিশ্চরাচরমিদং দ্বিজদেবতার্থম্ ।
নূনং ভৃতং তদভিমাতি রজস্তমশ্চ
সত্ত্বেন নো বরদয়া তনুবা নিরস্য ॥ ২২ ॥

ধর্মস্য—সমস্ত ধর্মের মূর্ত বিগ্রহের; **তে**—আপনার ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ত্রি-যুগ**—তিন যুগে যিনি প্রকাশিত হন সেই আপনি; **ত্রিভিঃ**—তিনের দ্বারা; **স্বৈঃ**—আপনার নিজের; **পদ্ভিঃ**—চরণ; **চর-অচরম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **ইদম্**—এই বিশ্ব; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **দেবতা**—দেবগণ; **অর্থম্**—প্রয়োজনার্থে; **নূনম্**—

যাই হোক; ভৃতম্—রক্ষিত; তৎ—সেই চরণ; অভিঘাতি—ধ্বংস করে; রজঃ—রজোগুণ; তমঃ—তমোগুণ; চ—এবং; সত্ত্বেন—শুদ্ধ সত্ত্বের; নঃ—আমাদেরকে; বর-দয়া—সব রকম আশীর্বাদ বর্ষণ করেন; তনুবা—আপনার চিন্ময় রূপের দ্বারা; নিরস্য—বিদূরিত করে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ। তাই তিনযুগে নিজেকে প্রকাশ করে আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী সমন্বিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন, আপনার শুদ্ধ সত্ত্বময় এবং সর্বপ্রকার বর প্রদানকারী অনুগ্রহের দ্বারা দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি রজ ও তমোগুণের উপাদানগুলিকে নিরসন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানকে *ত্রিযুগ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি সত্য, দ্বাপর এবং ত্রেতা এই তিন যুগে আবির্ভূত হন। চতুর্থ যুগ বা কলিযুগে, তাঁর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগে তিনি ছদ্ম অবতাররূপে, অর্থাৎ তাঁর প্রকৃত পরিচয় আড়াল করে অবতরণ করেন। অন্যান্য যুগে কিন্তু ভগবান তাঁর ভগবত্তা প্রকাশ করে অবতরণ করেন, এবং তাই তাঁকে *ত্রিযুগ*, বা তিন যুগে যিনি অবতরণ করেন, বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

ত্রিযুগ শব্দটির বিশ্লেষণ করে শ্রীধর স্বামী বলেছেন—যুগ মানে হচ্ছে 'যুগল', এবং *ত্রি-* মানে হচ্ছে 'তিন'। ভগবান তিন জোড়া বা ছয়টি ঐশ্বর্য সমন্বিত। সেই সূত্রে তাঁকে *ত্রিযুগ* বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। ভগবান হচ্ছেন ধর্মতত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ। তিন যুগের ধর্মতত্ত্ব তিন প্রকার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির দ্বারা সুরক্ষিত থাকে, যথা—তপ, শৌচ এবং দয়া। সেই সম্বন্ধেও ভগবানকে *ত্রিযুগ* বলা হয়। কলিযুগে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির এই তিনটি আবশ্যক গুণ প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু ভগবান এতই কৃপাময় যে, কলিযুগের এই তিনটি পারমার্থিক গুণরহিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আসেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে প্রচ্ছন্নভাবে অবতরণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'প্রচ্ছন্ন' বলা হয়, কেননা যদিও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবুও তিনি ভক্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, কৃষ্ণরূপে নয়। তাই ভক্তেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন এই যুগের সবচাইতে প্রবল দৃষ্টি-আকর্ষণকারী বিষয়-সম্পদ—তাদের পুঞ্জীভূত রজ এবং তমোগুণের প্রভাব দূরীভূত করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত ভগবানের পবিত্র নাম হরে কৃষ্ণ, হরে

কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সংকীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তেরা রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন।

চতুষ্কুমারেরা তাঁদের রজ এবং তমোগুণের প্রভাব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, কেননা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবানের ভক্তদের অভিশাপ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের দুর্বলতা সম্বন্ধে যেহেতু তাঁরা সচেতন ছিলেন, তাই তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁদের মধ্যে অবস্থানরত রজ এবং তমোগুণ দূর করে দেন। শৌচ, তপ এবং দয়া—এই তিনটি দিব্যগুণ দ্বিজ এবং দেবতাদের গুণাবলী। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত না হলে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির এই তিনটি তত্ত্ব গ্রহণ করা যায় না। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের জন্য তিনটি নিষিদ্ধ পাপকর্ম হচ্ছে অবৈধ যৌন সংসর্গ, আসব পান, এবং কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত অন্য খাদ্যদ্রব্য আহার। এই তিনটি নিষেধ তপ, শৌচ এবং দয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তরা দয়ালু, কেননা তাঁরা অসহায় প্রাণীদের হত্যা করেন না, এবং তাঁরা শুচি, কেননা তাঁরা অবাঞ্ছিত খাদ্যদ্রব্য আহার করেন না এবং অবাঞ্ছিত অভ্যাসের কলুষ থেকে মুক্ত। সংযত যৌন জীবন তপশ্চর্যার প্রতীক। যে সমস্ত ভক্ত কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের উচিত চার কুমারদের প্রার্থনার দ্বারা সূচিত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা।

শ্লোক ২৩

ন ত্বং দ্বিজোত্তমকুলং যদিহাত্মগোপং
গোপ্তা বৃষঃ স্বর্হণেন সসূনৃতেন ।
তর্হ্যেব নঙ্ক্ষ্যতি শিবস্তব দেব পন্থা
লোকোঽগ্রহীষ্যদৃষভস্য হি তৎপ্রমাণম্ ॥ ২৩ ॥

ন—না; ত্বম্—আপনি; দ্বিজ—ব্রাহ্মণের; উত্তম-কুলম্—সর্বোচ্চ কুলে; যদি—যদি; হ—অবশ্যই; আত্ম-গোপম্—আপনার দ্বারা রক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত; গোপ্তা—রক্ষক; বৃষঃ—শ্রেষ্ঠ; সু-অর্হণেন—আরাধনার দ্বারা; স-সূনৃতেন—কোমল বাণীর দ্বারা; তর্হি—তারপর; এব—নিশ্চয়ই; নঙ্ক্ষ্যতি—নষ্ট হবে; শিবঃ—মঙ্গলময়; তব—আপনার; দেব—হে ভগবান; পন্থাঃ—পথ; লোকঃ—জনসাধারণ; অগ্রহীষ্যৎ—গ্রহণ করবে; ঋষভস্য—সর্বোত্তমের; হি—যেহেতু; তৎ—তা; প্রমাণম্—প্রমাণ।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠদের রক্ষক। আপনি যদি পূজা এবং মধুর বাণী প্রয়োগ করে তাঁদের রক্ষা না করেন, তাহলে অবশ্যই আপনার শক্তি ও অধ্যক্ষতায় আচরণশীল জনসাধারণ অর্চনের পবিত্র পন্থা পরিত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে, সাধারণ মানুষ মহাজনদের কার্যকলাপ ও চরিত্রের অনুসরণ করে। তাই সমাজে আদর্শ চরিত্রসম্পন্ন নেতাদের প্রয়োজন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে এসেছিলেন আদর্শ নেতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার জন্য, এবং মানুষকে অবশ্যই তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে হবে। বেদের নির্দেশ হচ্ছে যে, কেবল মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা এবং ন্যায়-ভিত্তিক তর্কের মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে কখনও জানা যায় না। মহাজনদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে হয়। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ* । মহান আচার্যদের অনুসরণ না করে আমরা যদি কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করি, তাহলেও কখনও কখনও আমরা দুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হতে পারি অথবা বিভিন্ন পারমার্থিক নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করতে অথবা অনুসরণ করতে আমরা অক্ষম হতে পারি। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। চারজন ব্রহ্মর্ষি উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতই গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষক—*গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ* । শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন গোপ-বালক, এবং ব্রাহ্মণ ও ভক্তদের প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন।

এখানে এইটিও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দ্বিজদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এরা সকলেই দ্বিজ, কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন দুই জন মানুষের মধ্যে লড়াই হয়, তখন তারা উভয়েই তাদের দেহের উপরের অঙ্গ—মস্তক, বাহু এবং উদর রক্ষা করার চেষ্টা করে। তেমনই মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য সমাজরূপ শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের (বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ, সামরিক শ্রেণী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়) বিশেষভাবে রক্ষা করতে হবে। শ্রমিকদের রক্ষার ব্যাপারেও অবহেলা করা উচিত নয়, তবে উচ্চ বর্ণগুলিকে বিশেষভাবে রক্ষা করতে হবে। সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের বিশেষভাবে সংরক্ষণ

করা উচিত। তাঁদের পূজা করা উচিত। তাঁদের যখন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, তখন তা ঠিক ভগবানকে পূজা করার মতো। সেইটি প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণ নয়; সেইটি একটি কর্তব্য। সব রকম দান ও মধুর বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের পূজা করা উচিত, এবং কারও যদি কোন কিছু দান করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে অন্তত মিষ্ট বাক্যের দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে। ভগবান ব্যক্তিগতভাবে কুমারদের প্রতি এই ব্যবহার প্রদর্শন করেছিলেন।

নেতারা যদি এই ব্যবস্থার প্রচলন না করে, তাহলে মানব সভ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। যখন পারমার্থিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তদের সংরক্ষণ করা হয় না এবং বিশেষভাবে তাঁদের আদর করা হয় না, তখন সম্পূর্ণ সমাজ বিনষ্ট হয়ে যায়। এখানে *নক্ষ্যতি* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সেই প্রকার সভ্যতা দূষিত হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায়। যে প্রকার সভ্যতার সুপারিশ করা হয়েছে, তাকে বলা হয় দেব-পথ। দেবতারা ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতের মার্গে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়তাপূর্বক অবস্থিত; এইটি সেই মঙ্গলময় মার্গ যা রক্ষা করা উচিত। যদি মহাজনগণ এবং সমাজের নেতাগণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেন এবং কেবল মধুর বাক্যই নয়, উপরন্তু সব রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করেন, তাহলে মানব সভ্যতার প্রগতির পথ লুপ্ত হয়ে যাবে। ভগবান ব্যক্তিগতভাবে সেই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি কুমারদের এত প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তত্তেঽনভীষ্টমিব সত্ত্বনিধের্বিধিৎসোঃ
ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্ধৃতারেঃ ।
নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্তু-
স্তেজঃ ক্ষতং ভুবনতস্য স তে বিনোদঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ—সেই মঙ্গলময় মার্গের বিনাশ; তে—আপনার দ্বারা; অনভীষ্টম্—ঈপ্সিত নয়; ইব—যেমন; সত্ত্ব-নিধেঃ—সর্বপ্রকার কল্যাণের উৎস; বিধিৎসোঃ—করার ইচ্ছা করে; ক্ষেমম্—কল্যাণ; জনায়—জনসাধারণের জন্য; নিজ-শক্তিভিঃ—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা; উদ্ধৃত—ধ্বংস হয়েছে; অরেঃ—প্রতিপক্ষ; ন—না; এতাবতা—এর দ্বারা; ত্রি-অধিপতেঃ—ত্রিভুবনের অধীশ্বর; বত—হে ভগবান; বিশ্ব-ভর্তুঃ—সমগ্র

বিশ্বের পালনকর্তা; তেজঃ—শক্তি; ক্ষতম্—ক্ষীণ হয়েছে; তু—কিন্তু; অবনতস্য—বিনম্র; সঃ—তা; তে—আপনার; বিনোদঃ—আনন্দ।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি সমস্ত মঙ্গলের উৎস, তাই আপনি কখনও চান না যে, মঙ্গলময় পথ বিনষ্ট হয়ে যাক। কেবল জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনার মহান শক্তির দ্বারা আপনি অশুভ তত্ত্বের বিনাশ-সাধন করেন। আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তাই আপনি যখন বিনীতভাবে আচরণ করেন, তখন তার ফলে আপনার প্রভাব ক্ষীণ হয় না। পক্ষান্তরে, এইভাবে বিনীত হওয়ার মাধ্যমে আপনি আপনার চিন্ময় লীলা প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

গোপ-বালক হওয়ার ফলে, অথবা সুদামা ব্রাহ্মণ কিংবা নন্দ মহারাজ, বসুদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবদের মাতা কুন্তী প্রভৃতি ভক্তদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদ-গৌরব কখনই হ্রাস পায়নি। সকলেই জানতেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তাঁর ব্যবহার ছিল আদর্শ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; তাঁর রূপ পূর্ণরূপে চিন্ময়, আনন্দময় ও জ্ঞানময়, এবং তা নিত্য। যেহেতু জীবেরা তাঁর বিভিন্ন অংশ, তাই তাদের স্বরূপে তারাও গুণগতভাবে ভগবানেরই মতো সচ্চিদানন্দময়, কিন্তু যখন তারা মায়া বা জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তাদের প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কুমারেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যেভাবে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, সেইভাবে তাঁর আবির্ভাবের তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি বৃন্দাবনের নিত্য গোপ-বালক, তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিত্য নায়ক, তিনি দ্বারকার নিত্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত রাজপুত্র, এবং বৃন্দাবনের গোপ-বালিকাদের প্রেমিক। তাঁর সমস্ত আবির্ভাব অর্থপূর্ণ, কেননা যে সমস্ত বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, তাদের কাছে সেইগুলি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। তাদের কল্যাণের জন্যই তিনি সব কিছু করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার দ্বারা এবং অর্জুনের প্রতিনিধিত্বে যে মহাশক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল, তারও প্রয়োজন ছিল, কেননা মানুষ যখন অত্যন্ত অধার্মিক হয়ে যায়, তখন এই শক্তির প্রয়োজন হয়। সেই সূত্রে অহিংসা হচ্ছে ধূর্ততা।

শ্লোক ২৫

যং বানয়োর্দমমধীশ ভবান্ বিধত্তে
বৃত্তিং নু বা তদনুমন্মহি নির্ব্যলীকম্ ।
অস্মাসু বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো
যেঽনাগসৌ বয়মযুঙ্ক্ষ্মহি কিল্বিষেণ ॥ ২৫ ॥

যম্—যা; বা—অথবা; অনয়োঃ—তাদের উভয়ের; দমম্—দণ্ড; অধীশ—হে প্রভু; ভবান্—আপনার; বিধত্তে—পুরস্কৃত করে; বৃত্তিম্—শ্রেষ্ঠ অস্তিত্ব; নু—নিশ্চয়ই; বা—অথবা; তৎ—তা; অনুমন্মহি—আমরা স্বীকার করি; নির্ব্যলীকম্—নিষ্কপট; অস্মাসু—আমাদেরকে; বা—অথবা; যঃ—যা কিছু; উচিতঃ—যথাযোগ্য; ধ্রিয়তাম্—প্রদান করা যেতে পারে; সঃ—তা; দণ্ডঃ—শাস্তি; যে—যে; অনাগসৌ—নিষ্পাপ; বয়ম্—আমরা; অযুঙ্ক্ষ্মহি—নির্ধারিত; কিল্বিষেণ—অভিশাপের দ্বারা।

অনুবাদ

হে প্রভু! এই দুই জন নিরাপরাধ ব্যক্তিদের অথবা আমাদেরও যে দণ্ডই আপনি দিতে চান, তা আমরা নিষ্কপটে গ্রহণ করব। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, দুই জন নির্দোষ ব্যক্তিকে আমরা অভিশাপ দিয়েছি।

তাৎপর্য

চতুষ্কুমার ঋষিগণ বৈকুণ্ঠের দুই জন দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এখন তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করছেন, কেননা তাঁরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কোন অবস্থাতেই অপরাধী হতে পারেন না। বলা হয় যে, ভগবানের সেবায় যাঁর অবিচলিত বিশ্বাস রয়েছে, অথবা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যিনি প্রকৃতই যুক্ত, তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণ রয়েছে। তাই ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই নির্দোষ। যদি কখনও ঘটনাক্রমে অথবা সাময়িকভাবে ভক্তের মধ্যে কোন দোষ দেখাও যায়, তাহলে সেই সম্বন্ধে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। এখানে জয় ও বিজয়কে অভিশাপ দেওয়ার জন্য ঋষিরা অনুতাপ করেছেন। এখন কুমারেরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের পরিস্থিতির কথা ভাবছেন, এবং ভগবানের কাছ থেকে যে কোন রকম দণ্ড গ্রহণ করতে তাঁরা প্রস্তুত। সাধারণত, ভক্তদের সহিত সঙ্গ করার সময় দোষ দর্শন করা উচিত নয়। ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে

যে ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে যদি মস্ত বড় ভুল করতেও দেখা যায়, তবুও তাঁকে সাধু বলে বিবেচনা করতে হবে। তাঁর পুরানো অভ্যাসের ফলে তিনি কখনও কোন অনুচিত কার্য করে ফেলতে পারেন, কিন্তু, যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই তাঁর সেই ভুল সম্বন্ধে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৬

শ্রীভগবানুবাচ

এতৌ সুরেতরগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ
সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ ।
ভূয়ঃ সকাশমুপয়াস্যত আশু যো বঃ
শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবেত বিপ্রাঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন; এতৌ—এই দুই জন দ্বারপাল; সুর-ইতর—আসুরিক; গতিম্—গর্ভ; প্রতিপদ্য—প্রাপ্ত হয়ে; সদ্যঃ—শীঘ্রই; সংরম্ভ—ক্রোধের দ্বারা; সম্ভৃত—ঘনীভূত; সমাধি—মনের একাগ্রতা; অনুবদ্ধ—দৃঢ়ভাবে; যোগৌ—আমার সাথে যুক্ত; ভূয়ঃ—পুনরায়; সকাশম্—আমার উপস্থিতিতে; উপয়াস্যতঃ—ফিরে আসবে; আশু—শীঘ্রই; যঃ—যা; বঃ—আপনাদের; শাপঃ—অভিশাপ; ময়া—আমার দ্বারা; এব—কেবল; নিমিতঃ—নির্ধারিত; তৎ—তা; অবেত—জানুন; বিপ্রাঃ—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

ভগবান উত্তর দিলেন—হে ব্রাহ্মণগণ। আপনারা জেনে রাখুন যে, আপনারা তাঁদের যে দণ্ড দিয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে আমারই দ্বারা নির্ধারিত, এবং তাই তাঁরা অধঃপতিত হয়ে দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু ক্রোধের দ্বারা উৎপন্ন মনের একাগ্রতার দ্বারা তাঁরা আমার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হবে, এবং অচিরেই তাঁরা আমার সকাশে ফিরে আসবে।

তাৎপর্য

ভগবান উল্লেখ করেছেন যে, ঋষিগণ তাঁর দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে যে দণ্ড দান করেছিলেন, তা তিনি নিজেই নির্ধারণ করেছিলেন। ভগবানের অনুমোদন

ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না। বুঝতে হবে যে, বৈকুণ্ঠে ভগবানের ভক্তেরা যে অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তার পিছনে ভগবানের একটি পরিকল্পনা ছিল, এবং সেই পরিকল্পনাকে বহু মহান আচার্যগণ বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবান কখনও কখনও যুদ্ধ করার ইচ্ছা করেন। যুদ্ধ করার এই ইচ্ছা ভগবানের মধ্যেও রয়েছে, তা না হলে যুদ্ধের প্রকাশ হয় কি করে? যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, তাই ক্রোধ এবং যুদ্ধ করার বাসনা তাঁর মধ্যেও রয়েছে। তিনি যখন কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান, তখন তাঁকে একজন শত্রু খুঁজতে হয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের কোন শত্রু নেই, কেননা সেখানে সকলেই সর্বতোভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত। তাই কখনও কখনও তাঁর যুদ্ধ করার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তিনি জড় জগতে অবতরণ করেন।

ভগবদ্গীতাতেও (৪/৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অভক্তদের বিনাশ করার জন্য আবির্ভূত হন। অভক্ত কেবল জড় জগতেই রয়েছে, চিৎ জগতে নেই; তাই, ভগবান যখন যুদ্ধ করতে চান, তখন তাঁকে এই জড় জগতে আসতে হয়। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ কে করবে? তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারোরই নেই! যেহেতু জড় জগতে ভগবান সব সময় তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে লীলাবিলাস করেন, অন্য কারও সঙ্গে নয়, তাই ভগবানকে এমন ভক্তদের অন্বেষণ করতে হয়, যাঁরা তাঁর শত্রুর ভূমিকায় অভিনয় করবে। ভগবদ্গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, "প্রিয় অর্জুন। এই জড় জগতে তুমি এবং আমি উভয়েই বহুবার আবির্ভূত হয়েছি। তুমি সেই কথা ভুলে গেছ, কিন্তু আমি ভুলিনি।" এইভাবে ভগবান জয় ও বিজয়কে মনোনীত করেছিলেন জড় জগতে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, এবং সেই জন্যই ঋষিরা যখন তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে দ্বারপালদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। ভগবানই তাঁদের জড় জগতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, চিরকালের জন্য নয়, কেবল অল্পকালের জন্য। তাই, ঠিক যেমন রঙ্গমঞ্চে রঙ্গশালার মালিকের শত্রুর ভূমিকায় কেউ অভিনয় করে, যদিও তা কেবল ক্ষণকালের জন্য এবং প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে কোন রকম চিরস্থায়ী শত্রুতা নেই, তেমনই সুর-জন (ভক্তগণ) ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন অসুর-জন বা নাস্তিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্য। একজন ভক্ত যে নাস্তিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন তা আশ্চর্যের বিষয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কেবল অভিনয়। তাঁদের ছল যুদ্ধ শেষ হলে, ভক্ত এবং ভগবান উভয়েই বৈকুণ্ঠলোকে পরস্পরে মিলিত হন। সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে চিৎ জগৎ ও বৈকুণ্ঠলোক থেকে কারোরই

অধঃপতন হয় না, কেননা তা হচ্ছে নিত্য ধাম। কিন্তু কখনও কখনও ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে, ভক্তেরা প্রচারকরূপে অথবা নাস্তিকরূপেও এই জড় জগতে আসেন। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, উভয় ক্ষেত্রেই এইটি ভগবানের পরিকল্পনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বুদ্ধদেব হচ্ছেন ভগবানের অবতার, তবুও তিনি নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেছেন—"ভগবান বলে কিছু নেই"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার পিছনে একটি পরিকল্পনা ছিল, যা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৭

ব্রহ্মোবাচ

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্ ।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠং চ স্বয়ংপ্রভম্ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; অথ—এখন; তে—তাঁরা; মুনয়ঃ—ঋষিগণ; দৃষ্ট্বা—দর্শন করার পর; নয়ন—চক্ষুর; আনন্দ—হর্ষ; ভাজনম্—উৎপাদন করে; বৈকুণ্ঠম্—বৈকুণ্ঠলোক; তৎ—তাঁর; অধিষ্ঠানম্—নিবাসস্থল; বিকুণ্ঠম্—পরমেশ্বর ভগবান; চ—এবং; স্বয়ম্-প্রভম্—স্বয়ং প্রকাশমান।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—তারপর সেই ঋষিগণ স্বয়ংপ্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকে নয়নানন্দদায়ক বৈকুণ্ঠনাথ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে সেই দিব্য ধাম ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় যেমন বর্ণিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই শ্লোকেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় ধাম স্বয়ংপ্রকাশ। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিৎ জগতে সূর্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। তার অর্থ হচ্ছে যে, সেখানকার গ্রহগুলি স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র। সেখানে সব কিছুই পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, একবার সেই বৈকুণ্ঠলোকে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না। বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীরা কখনই এই জড় জগতে ফিরে আসেন না, কিন্তু জয় এবং বিজয়ের ঘটনাটি ছিল ভিন্ন। তাঁরা কিছুকালের জন্য এই জড় জগতে এসেছিলেন, এবং তারপর বৈকুণ্ঠলোকে তাঁরা ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ ।
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥

ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; পরিক্রম্য—প্রদক্ষিণ করে; প্রণিপত্য—প্রণতি নিবেদন করে; অনুমান্য—অবগত হয়ে; চ—এবং; প্রতিজগ্মুঃ—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; প্রমুদিতাঃ—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; শংসন্তঃ—মহিমা কীর্তন করে; বৈষ্ণবীম্—বৈষ্ণবদের; শ্রিয়ম্—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

ঋষিগণ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে, এবং বৈষ্ণবদের দিব্য ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে, অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

হিন্দু মন্দিরে এখনও ভগবানকে প্রদক্ষিণ করার শ্রদ্ধাপূর্ণ রীতি প্রচলিত রয়েছে। বিশেষ করে বৈষ্ণব মন্দিরে অন্তত তিনবার ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রদক্ষিণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

শ্লোক ২৯

ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্তু শম্ ।
ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে ॥ ২৯ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অনুগৌ—তাঁর দুই জন অনুচরকে; আহ—বললেন; যাতম্—এখান থেকে প্রস্থান কর; মা—না হোক; ভৈষ্টম্—ভয়; অস্তু—হোক; শম্—সুখ; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণের; তেজঃ—অভিশাপ; সমর্থঃ—সক্ষম হয়ে; অপি—ও; হন্তুম্—নিরস্ত করার জন্য; ন ইচ্ছে—ইচ্ছা করি না; মতম্—অনুমোদিত; তু—পক্ষান্তরে; মে—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান তখন তাঁর অনুচর জয় এবং বিজয়কে বললেন—এই স্থান থেকে প্রস্থান কর, কিন্তু কোন ভয় করো না। তোমাদের কল্যাণ হোক। ব্রাহ্মণের অভিশাপ

খণ্ডনে যদিও আমি সমর্থ, তবুও আমি তা করব না। পক্ষান্তরে, এই অভিশাপ আমার অনুমোদিত।

তাৎপর্য

ষড়বিংশতি শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সেখানে যা কিছু ঘটেছিল তাতে ভগবানের অনুমোদন ছিল। সাধারণত, দ্বারপালদের প্রতি চার জন ঋষির এত ক্রুদ্ধ হওয়া কোনও মতেই সম্ভবপর নয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানেরও তাঁর দ্বারপালদের উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না, এবং তা ছাড়া কেউ বৈকুণ্ঠলোকে একবার ফিরে গেলে, সেখান থেকে তিনি আর এখানে ফিরে আসেন না। তাই, এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে, জড় জগতে তাঁর লীলাবিলাসের জন্য। এইভাবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাঁর অনুমোদন সহকারেই তা হয়েছিল। তা না হলে, বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীর পক্ষে কেবল একজন ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে, এই জড় জগতে ফিরে আসা অসম্ভব। ভগবান তথাকথিত সেই অপরাধীদের বিশেষভাবে আশীর্বাদ করেছেন—"তোমাদের সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক।" যে ভক্তকে ভগবান একবার গ্রহণ করেন, তাঁর কখনও অধঃপতন হয় না। সেটিই এই ঘটনার সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩০

এতৎপুরৈব নির্দিষ্টং রময়া ক্রুদ্ধয়া যদা ।
পুরাপবারিতা দ্বারি বিশন্তী ময়্যুপারতে ॥ ৩০ ॥

এতৎ—এই প্রস্থান; পুরা—পূর্বে; এব—নিশ্চয়ই; নির্দিষ্টম্—পূর্বনির্দিষ্ট; রময়া—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; ক্রুদ্ধয়া—ক্রুদ্ধ হয়ে; যদা—যখন; পুরা—পূর্বে; অপবারিতা—বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; দ্বারি—দ্বারে; বিশন্তী—প্রবেশ করে; ময়ি—আমি যখন; উপারতে—বিশ্রাম করছিলাম।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠ থেকে তোমাদের এই প্রস্থান লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। তিনি যখন আমার ধাম ত্যাগ করে পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসছিলেন, তখন আমি বিশ্রাম করছিলাম বলে তোমরা তাঁকে দ্বারে বাধা দিয়েছিলে, এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য ব্রহ্মহেলনম্ ।
প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ ॥ ৩১ ॥

ময়ি—আমাকে; সংরম্ভ-যোগেন—ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যোগ অভ্যাসের দ্বারা; নিস্তীর্য—মুক্ত হয়ে; ব্রহ্ম-হেলনম্—ব্রাহ্মণদের অবহেলা করার ফলে; প্রত্যেষ্যতম্—ফিরে আসবে; নিকাশম্—নিকটে; মে—আমার; কালেন—যথাসময়ে; অল্পীয়সা—অত্যন্ত অল্প; পুনঃ—পুনরায়।

অনুবাদ

ভগবান সেই দুই জন বৈকুণ্ঠবাসী জয় এবং বিজয়কে আশ্বাস দিয়ে বললেন—ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যোগ অনুশীলনের ফলে, ব্রাহ্মণদের অবহেলা করার পাপ থেকে তোমরা মুক্ত হবে, এবং অচিরেই আমার কাছে ফিরে আসবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দুই দ্বারপাল জয় এবং বিজয়কে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে, তাঁরা ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হবেন। এই সূত্রে শ্রীল মধ্ব মুনি মন্তব্য করেছেন যে, ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। এমনকি অন্য কোন উপায়ে নিবারণ করা সম্ভব নয় যে ব্রহ্মশাপ, তাও ভক্তিযোগের দ্বারা পরাভূত হয়।

বহু রসে ভক্তিযোগের অনুশীলন সম্ভব। বারটি রস রয়েছে—পাঁচটি মুখ্য এবং সাতটি গৌণ। পাঁচটি মুখ্য রসের দ্বারা সরাসরিভাবে ভক্তিযোগের অনুশীলন সম্ভব, কিন্তু অন্য সাতটি গৌণ রসের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন যদিও পরোক্ষভাবে সম্পাদিত হয়, তবুও যদি তা ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত হয়, তাহলে তাদেরও ভক্তিযোগ বলে গণনা করা হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্তিযোগে সব কিছুরই সমাবেশ হয়। কোন না কোনভাবে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হন, তাহলে তিনি ভক্তিযোগে যুক্ত হন, যে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৯/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে—*কামং ক্রোধং ভয়ম্* । কামের বশবর্তী হয়ে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযোগে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনই, কংস মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়ে ভক্তিযোগে আসক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে দেখা যায়, ভক্তিযোগ এতই শক্তিশালী যে, ভগবানের শত্রু হয়ে নিরন্তর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তাঁর চিন্তা করলেও অচিরেই মুক্তি লাভ করা যায়। কথিত আছে, *বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ* —

"ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তদের বলা হয় দেবতা, আর অভক্তদের বলা হয় অসুর।" কিন্তু ভক্তিযোগ এতই শক্তিশালী যে, দেব এবং অসুর উভয়েই তার সুফল লাভ করতে পারে, যদি তারা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করে। ভক্তিযোগের মৌলিক তত্ত্ব হচ্ছে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করা। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৫) ভগবান বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ* —"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর।" কিভাবে চিন্তা করতে হবে, তাতে কিছু যায় আসে না। কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করাই হচ্ছে ভক্তিযোগের মৌলিক তত্ত্ব।

জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার পাপকর্ম রয়েছে। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের অথবা বৈষ্ণবদের অবহেলা করা হচ্ছে সবচাইতে গর্হিত পাপ। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল অনুকূলভাবেই নয়, কেউ যদি ক্রোধের বশবর্তী হয়েও শ্রীবিষ্ণুর কথা চিন্তা করেন, তাহলেও তিনি সবচাইতে গুরুতর পাপকেও অতিক্রম করতে পারেন। এইভাবে যারা এমনকি ভক্তও নয়, কিন্তু সর্বদা বিষ্ণুর চিন্তা করে, তারাও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে চিন্তার সর্বোচ্চ প্রকাশ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে এই যুগে শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী থেকে বোঝা যায় যে, কেউ যদি বৈরীভাবাপন্ন হয়েও কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তাহলে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করার এই বিশেষ গুণটি তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবে।

শ্লোক ৩২

দ্বাঃস্থাবাদিশ্য ভগবান্ বিমানশ্রেণিভূষণম্ ।
সর্বাতিশয়য়া লক্ষ্ম্যা জুষ্টং স্বং ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ॥ ৩২ ॥

দ্বাঃ-স্থৌ—দ্বারপালদের; আদিশ্য—এইভাবে আদেশ দিয়ে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; বিমান-শ্রেণি-ভূষণম্—সর্বোত্তম বিমান শ্রেণীর দ্বারা ভূষিত; সর্ব-অতিশয়য়া—সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত; লক্ষ্ম্যা—সম্পদ; জুষ্টম্—বিভূষিত; স্বম্—তাঁর নিজের; ধিষ্ণ্যম্—ধাম; আবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান দ্বারপালদের আদেশ দিয়ে, দিব্য বিমান শ্রেণী দ্বারা ভূষিত এবং সর্বোত্তম ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ তাঁর ধামে তিনি প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছিল বৈকুণ্ঠের দ্বারে। অর্থাৎ, ঋষিরা প্রকৃতপক্ষে বৈকুণ্ঠলোকে যাননি, তাঁরা বৈকুণ্ঠের দ্বারেই ছিলেন। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, "তাঁরা যদি বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেই থাকেন, তাহলে জড় জগতে তাঁরা ফিরে এলেন কি করে?" কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেননি, এবং তাই তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। যোগ অনুশীলনের প্রভাবে মহান যোগী এবং ব্রাহ্মণদের জড় জগৎ থেকে বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়ার এই রকম অনেক ঘটনা রয়েছে, কিন্তু তাঁরা সেখানে থাকতে পারেননি। তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। এখানে এও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান বহু বৈকুণ্ঠ-বিমানের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এখানে বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তা এমনই মনোমুগ্ধকর ঐশ্বর্যমণ্ডিত, যার সঙ্গে জড় ঐশ্বর্যের কোন তুলনাই করা যায় না।

অন্য সমস্ত জীবেরা, এমনকি দেবতারা পর্যন্ত ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, আর ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণু থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভগবদ্গীতার দশম পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* —শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত প্রকাশের উৎস। যাঁরা জানেন যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, যাঁরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে জানেন, এবং যাঁরা জানেন যে, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আরাধ্য, তাঁরা বৈষ্ণবরূপে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত হন। বৈদিক মন্ত্রও সেই কথা প্রতিপন্ন করেছে—*ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্* । জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে জানা। শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীবিষ্ণুকে পরম আরাধ্য বস্তুরূপে না জেনে, মূর্খ মানুষেরা এই জড় জগতে কত রকম আরাধনার বস্তু সৃষ্টি করে, এবং তার ফলে তাদের অধঃপতন হয়।

শ্লোক ৩৩

তৌ তু গীর্বাণঋষভৌ দুস্তরাদ্ধরিলোকতঃ ।
হতশ্রিয়ৌ ব্রহ্মশাপাদভূতাং বিগতস্ময়ৌ ॥ ৩৩ ॥

তৌ—সেই দুই দ্বারপাল; তু—কিন্তু; গীর্বাণ-ঋষভৌ—দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দুস্তরাৎ—অতিক্রম করতে অক্ষম হয়ে; হরি-লোকতঃ—ভগবান শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠলোক থেকে; হত-শ্রিয়ৌ—সৌন্দর্য এবং তেজহীন হয়ে; ব্রহ্ম-শাপাৎ—ব্রাহ্মণের শাপের ফলে; অভূতাম্—হয়েছিল; বিগত-স্ময়ৌ—বিষাদপূর্ণ।

অনুবাদ

কিন্তু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই দুই জন দ্বারপাল ব্রহ্মশাপের ফলে সৌন্দর্য এবং তেজ হারিয়ে, বিষাদগ্রস্ত হয়ে, ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোক থেকে অধঃপতিত হলেন।

শ্লোক ৩৪

তদা বিকুণ্ঠধিষণাত্তয়োর্নিপতমানয়োঃ ।
হাহাকারো মহানাসীদ্বিমানাগ্র্যেষু পুত্রকাঃ ॥ ৩৪ ॥

তদা—তখন; বিকুণ্ঠ—পরমেশ্বর ভগবানের; ধিষণাৎ—ধাম থেকে; তয়োঃ—তাঁরা উভয়ে; নিপতমানয়োঃ—পতিত হচ্ছিলেন; হাহাকারঃ—হাহাকার; মহান্—উচ্চ; আসীৎ—হয়েছিল; বিমান-অগ্র্যেষু—সর্বশ্রেষ্ঠ বিমানে; পুত্রকাঃ—হে দেবগণ।

অনুবাদ

তারপর, জয় এবং বিজয় যখন ভগবানের ধাম থেকে পতিত হচ্ছিলেন, তখন অপূর্ব বিমানে উপবিষ্ট দেবতাদের কণ্ঠ থেকে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৫

তাবেব হ্যধুনা প্রাপ্তৌ পার্ষদপ্রবরৌ হরেঃ ।
দিতের্জঠরনির্বিষ্টং কাশ্যপং তেজ উল্বণম্ ॥ ৩৫ ॥

তৌ—সেই দুই জন দ্বারপাল; এব—নিশ্চয়ই; হি—সম্বোধিত হয়ে; অধুনা—এখন; প্রাপ্তৌ—লাভ করে; পার্ষদ-প্রবরৌ—প্রধান পার্ষদদ্বয়; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; দিতেঃ—দিতির; জঠর—গর্ভ; নির্বিষ্টম্—প্রবেশ করে; কাশ্যপম্—কশ্যপ মুনির; তেজঃ—বীর্য; উল্বণম্—অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—ভগবানের সেই দুই জন প্রধান দ্বারপাল সম্প্রতি দিতির গর্ভে প্রবেশ করে, কশ্যপ মুনির শক্তিশালী বীর্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

জীব কিভাবে মূলত বৈকুণ্ঠলোক থেকে এসে এই জড় জগতের উপাদানের দ্বারা আবৃত হয়, এখানে তার স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। জীব পিতার বীর্য আশ্রয়

করে মাতার গর্ভে সঞ্চারিত হয়, এবং মাতার ডিম্বকোষের সাহায্যে জীবের বিশেষ দেহ বিকশিত হয়। এই সূত্রে মনে রাখা উচিত যে, কশ্যপ মুনি যখন হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামক দুই পুত্রের গর্ভাধান করেছিলেন, তখন তাঁর চিত্ত শান্ত ছিল না। তাই তিনি যে বীর্য স্খলন করেছিলেন তা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং তার সঙ্গে ক্রোধ গুণ মিশ্রিত ছিল। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সন্তান উৎপাদনের সময় মন অত্যন্ত শান্ত এবং ভক্তিভাবপূর্ণ হওয়া উচিত। তাই, সেই উদ্দেশ্যে বৈদিক শাস্ত্রে গর্ভাধান সংস্কারের প্রথা নির্দেশিত হয়েছে। পিতার চিত্ত যদি ধীর না থাকে, তাহলে স্খলিত বীর্য উন্নত স্তরের হবে না। তার ফলে পিতা-মাতা কর্তৃক উৎপন্ন জড় তত্ত্বে আবৃত জীব হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুর মতো আসুরিক ভাবাপন্ন হবে। গর্ভাধানের পদ্ধতি সাবধানতার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত। এইটি একটি অত্যন্ত মহান বিজ্ঞান।

শ্লোক ৩৬

তয়োরসুরয়োরদ্য তেজসা যময়োর্হি বঃ ।
আক্ষিপ্তং তেজ এতর্হি ভগবাংস্তদ্বিধিৎসতি ॥ ৩৬ ॥

তয়োঃ—তাদের; **অসুরয়োঃ**—দুই অসুরের; **অদ্য**—আজ; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **যময়োঃ**—দুই জনের; **হি**—নিশ্চয়ই; **বঃ**—তোমাদের (দেবতাদের); **আক্ষিপ্তম্**—বিক্ষুব্ধ; **তেজঃ**—শক্তি; **এতর্হি**—নিশ্চয়ই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তৎ**—তা; **বিধিৎসতি**—করার ইচ্ছা করে।

অনুবাদ

সেই দুই অসুরের তেজের দ্বারা তোমাদের তেজ এখন তিরস্কৃত হওয়ার ফলে, তোমরা বিচলিত হয়েছ। এর প্রতিবিধান করার শক্তি আমার নেই, কেননা ভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে এই সব কিছু হয়েছে।

তাৎপর্য

যদিও পূর্বের জয় এবং বিজয় হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষরূপে অসুরে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু জড় জগতের দেবতারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, এবং তার ফলে ব্রহ্মা বলেছিলেন যে, তারা যে উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁর অথবা অন্য সমস্ত দেবতাদের ছিল না। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে

তাঁরা জড় জগতে এসেছিলেন, তাই শুধু ভগবানই পারেন এই উপদ্রব রোধ করতে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যদিও জয় এবং বিজয় অসুর শরীর ধারণ করেছিল, তবুও তারা অন্য সকলের থেকে অধিক শক্তিশালী ছিলেন, এবং তার ফলে প্রমাণিত হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান যুদ্ধ করার বাসনা করেছিলেন কেননা যুদ্ধ করার ইচ্ছা তাঁর মধ্যেও রয়েছে। তিনি সব কিছুরই উৎস, কিন্তু তিনি যখন যুদ্ধ করেন তখন তাঁকে অবশ্যই তাঁর ভক্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তাই তাঁর ইচ্ছার ফলেই জয় এবং বিজয় কুমারগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁর দ্বারপালদের আদেশ দিয়েছিলেন জড় জগতে গিয়ে তাঁর শত্রু হতে, যাতে তিনি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন এবং তাঁর আপন ভক্তের দ্বারা তাঁর যুদ্ধ করার ইচ্ছা চরিতার্থ হয়।

ব্রহ্মা দেবতাদের বলেছিলেন, যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন, তা ছিল পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা। তিনি তাঁদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সেই দুই জন ভগবৎ পার্ষদ যদিও অসুররূপে এসেছিলেন, তবুও তাঁরা দেবতাদের থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলেন এবং তাই তাঁরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। পরমেশ্বর ভগবানের কার্য কেউই অতিক্রম করতে পারে না। দেবতাদের এই উপদেশও দেওয়া হয়েছিল যে, এই প্রসঙ্গে তাঁরা যেন বিঘ্ন উৎপাদন করার চেষ্টা না করেন, কেননা সেইটি ছিল ভগবানের বিধান। তেমনই, ভগবান যখন কাউকে এই জড় জগতে কোন কার্য সম্পাদন করার আদেশ দেন, বিশেষ করে তাঁর মহিমা প্রচারের, তখন কেউই তা প্রতিহত করতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছা সর্ব অবস্থাতেই পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৩৭

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বস্য—বিশ্বের; **যঃ**—যিনি; **স্থিতি**—সংরক্ষণ; **লয়**—বিনাশ; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **হেতুঃ**—কারণ; **আদ্যঃ**—সবচাইতে প্রাচীন পুরুষ; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—যোগেশ্বরের দ্বারা; **অপি**—ও; **দুরত্যয়**—যা সহজে বোঝা যায় না; **যোগ-মায়ঃ**—তাঁর যোগমায়া;

ক্ষেমম্—কল্যাণ; বিধাস্যতি—করবে; সঃ—তিনি; নঃ—আমাদের; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ত্রি-অধীশঃ—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা; তত্র—সেখানে; অস্মদীয়—আমাদের দ্বারা; বিমৃশেন—বিচার-বিবেচনার দ্বারা; কিয়ান্—কি; ইহ—এই বিষয়ে; অর্থঃ—উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

হে প্রিয় পুত্রগণ। ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা এবং তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। তাঁর আশ্চর্যজনক সৃজনী শক্তি যোগমায়াকে যোগেশ্বরেরাও সহজে বুঝতে পারেন না। সেই আদি পুরুষ ভগবানই কেবল আমাদের রক্ষা করতে পারেন। এই বিষয়ে চিন্তা করে তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য আমরা সাধন করতে পারব?

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যখন কোন কিছুর আয়োজন করেন, তখন আমাদের বিচারে তা প্রতিকূল বলে মনে হলেও, সেই সম্বন্ধে কারও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কখনও কখনও আমরা দেখি যে, কোন শক্তিশালী প্রচারক নিহত হন, অথবা তাঁকে নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, ঠিক যেমন হরিদাস ঠাকুরের হয়েছিল। তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, যিনি ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য এই জড় জগতে এসেছিলেন। কিন্তু মুসলমান কাজী বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করার মাধ্যমে তাঁকে দণ্ড দিয়েছিল। তেমনই, যিশু খ্রিস্ট ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন, এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা পাণ্ডবদের রাজ্য হারাতে হয়েছিল, তাঁদের পত্নীকে অপমান করা হয়েছিল, এবং তাঁদের নানা রকম কঠোর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল। এই সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে দেখে, ভক্তদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়; পক্ষান্তরে বুঝতে হবে যে, সেই সমস্ত ঘটনার পিছনে নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের কোন পরিকল্পনা রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এই প্রকার প্রতিকূলতার দ্বারা ভগবদ্ভক্ত কখনও বিচলিত হন না। ভগবদ্ভক্ত এমনকি প্রতিকূল অবস্থাকেও ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। প্রতিকূল অবস্থাতেও যিনি ভগবানের সেবা করতে থাকেন, তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন।

ব্রহ্মা দেবতাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সেই অন্ধকার পরিস্থিতির সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল সেই সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এইটি ছিল পরমেশ্বর ভগবানের বিধান। ব্রহ্মা সেই কথা জানতেন। ভগবানের মহান ভক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের পরিকল্পনা বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে ঋষিদের অভিশাপ' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।